টেকঅফের আগেই LAX স্ক্যানার টেকস ইট অল অফ

একুশ রিপোর্ট

লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে চালু হয়েছে নতুন ইমার্জিং মেশিন যা আপনার সমস্ত কাপড় ভেদ করে প্রিন্টি ইমেজে আপনার সমস্ত শরীর, বলতে গেলে নগ্নরূপে সার্চ করছে। সমালোচকরা বলছেন, ''ভার্চুয়াল স্ট্রিপ সার্চ''।

এই অত্যাধুনিক টেকনোলজী যার নাম মিলিমিটার ওয়েভ ইমাজিং, শরীরের যে কোন স্থানে লুক্কায়িত ভ্রমণকারীদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। মিলিমিটার ওয়েভ ছবিগুলি সাদা ও ডার্ক গ্রে রংয়ের। এই টেকনোলজী শরীরের প্রতিটি ভাঁজ নিখুঁতভাবে তুলে ধরে যাতে মনে হবে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহের ছবি। স্ক্যানারগুলোর দাম ১৫০,০০০ ডলার। অন্যান্য এয়ারপোর্টগুলিতেও এই মেশিন ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে।

বর্তমানে ব্রিটেন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নেদারল্যান্ড, মেক্সিকো এমন কি থাইল্যান্ডেও এই টেকনোলজী ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফ্রী পার্কিং ফর হাইব্রিড কারস

একুশ রিপোর্ট

জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে হাইব্রিড গাড়ির চাহিদা এখন তুঙ্গে। লস এঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিল লস এঞ্জেলেস সিটির পার্কিং মিটার জোনে ফ্রী পার্কিং করতে পারবে। তবে ডিএমভি থেকে ক্লীন এয়ার স্টীকারস নিতে হবে। পার্কিংয়ের সাধারণ নিয়মাবলী মানতে হবে। আপনার গাড়ি কি এই ফ্রী স্টীকারের যোগ্য কিনা তা যাচাই করার জন্য স্থানীয় ডিএমভিতে যোগাযোগ করুন অথবা নিম্নোক্ত লিংকে ক্লিক করুন।

www.arb.ca.gov/msprog/carpool/carpool.htm

অথবা www.dmv.ca.gov

(800) 242 2445

মুসলিম উম্মাহ ইয়ুথ বিভাগের উদ্যোগে হোমলেসদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ

গত ২০ এপ্রিল, রবিবার, ২০০৮ দুপুরে লস এঞ্জেলেস ডাউন টাউন এরিয়ায় মুসলিম উম্মাহ ইয়ুথ বিভাগ প্রায় দুই শত হোমলেসদের মধ্যে বোতল পানিসহ খাদ্য বিতরণ করে। ইয়ুথরা প্রথমে সকাল ১১টায় স্থানীয় শ্যাটো সেন্টারে জমায়েত হয়ে নিজ হাতে স্যান্ডুইজ তৈরী করে। পরে তিনটি গাড়িযোগে বেলা ১টায় ডাউন টাউন এরিয়ায় হোমলেসদের এরিয়াতে তা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা রাখে ইউসিএল-এর ছাত্র রহমাতুল্লাহ আসিফ। তাকে সহযোগিতা করে ইকবালসহ অন্যান্য ছাত্র-যুবক। কর্মসূচীটি সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করেন জনাব আনিসুর রহমান। এ ছাড়াও এ সময় উপস্থিত ছিলেন চ্যাপ্টার সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আলী আকবর।[প্রেস বিজ্ঞপ্তি]

নাজিউর রহমানের মৃত্যুতে তপন দেবনাথের শোক প্রকাশ

একুশ রিপোর্ট

দ্বীপ জেলা ভোলার কৃতি সন্তান নাজিউর রহমান মঞ্জুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন লস এঞ্জেলেস প্রবাসী লেখক তপন দেবনাথ। এক শোক বাণীতে তিনি বলেন, ঢাকার সাবেক মেয়র ও মন্ত্রী নাজিউর রহমানের মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতি সন্তানকে হারালো। একজন দানবীর ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে নাজিউর রহমানের অবদান ভোলাবাসী কোনদিন ভুলতে পারবে না। এরশাদ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ও ঢাকার মেয়র থাকাকালীন তিনি ভোলার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। নাজিউর রহমান ভোলায় অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধন করেন। স্মৃতিচারণ করে তপন দেবনাথ উল্লেখ করেন ১৯৯০ সনে নাজিউর রহমানের সাথে তার শেষ দেখা হয়। উল্লেখ্য যে ঢাকার মেয়র থেকে পদত্যাগের মাত্র কয়েকদিন আগে তপন দেবনাথ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে চাকুরীতে যোগ দেন।

আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী নাজিউর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ছিল চমকপ্রদ। এরশাদের সাথে মনোমালিন্যের কারণে এক সময় তিনি জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর চালচলন ছিল অনেকটাই রাজকীয়। বিপুল বিত্ত বৈভবের অধিকারী নাজিউর রহমান দানে ছিলেন অকৃপণ। অকাল প্রয়াত এই দানবীরের আত্মার শান্তির জন্য তপন দেবনাথ প্রার্থনা করেন ও তাঁর পরিবারের সকলের শান্তি কামনা করেন।

বাংলাদেশে কল সেন্টার ২০১০

প্রথম পাতার পর: এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে। গতকাল বিটিআরসি অফিসে প্রথমবারের মতো কল সেন্টার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দেয়ার অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, কল সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের এখন যে রিজার্ভ, তার চেয়ে ডাবল ইনকাম হবে। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত, আমাদের দেশে সে মেধা আছে এবং তা আয় করা সম্ভব। কল সেন্টারের লাইসেন্স থেকে বিটিআরসি কোনো অর্থ উপার্জন করতে চায় না। বিটিআরসি চায়, কল সেন্টারের বিকাশ ঘটুক। তাহলে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে ফরেন কারেন্সি অর্জন করতে পারবে। কল সেন্টার একটা সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। আমরা চেষ্টা করেছি, অত্যন্ত কম সময় ও সহজ শর্তে লাইসেন্স দিতে।

কল সেন্টার, হস্টেড কল সেন্টার ও হস্টেড কল সেন্টার সার্ভিস প্রভাইডার—এ তিনটি ক্যাটেগরিতে ২৪ প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল মঞ্জুরুল আলম এনডিসি, পিএসসি, গতকাল ২৪ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে এ লাইসেন্স তুলে দেন। বিটিআরসির চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম বলেন, দেশের টেলিকমিউনিকেশন ইতিহাসে লাইসেন্স দেয়ার এ দিনটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। কারণ এই প্রথম লাইসেন্সের মাধ্যমে কল সেন্টারের যাত্রা শুরু হলো। কল সেন্টারের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান লাইসেন্স হোল্ডারদের উদ্দেশে বলেন, কল সেন্টার ফোরামকে সঙ্গে নিয়ে দেশ-বিদেশে ব্র্যান্ডিং করা হবে। বড় মেলার আয়োজন করা হবে। বিদেশ থেকে প্রতিনিধিরা কল সেন্টার ক্লায়েন্টদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। কল সেন্টার ট্রেইনিংয়ের নামে কেউ যেন আমাদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের প্রতারিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ জানান বিটিআরসি চেয়ারম্যান।

এর পর লাইসেন্সধারীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন উইকমিল অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের সিইও জিয়াউদ্দিন মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, কল সেন্টার বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করলো। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা যারা সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে তাদের জন্য কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

কল সেন্টার ক্যাটেগরিতে লাইসেন্স পেয়েছে ১০টি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো উইকমিল অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড, এসএসআরএম আইটি অ্যান্ড টেলিকম সলিউশন, ইলেকট্রোক্স আইডিয়াস অ্যান্ড টেকনলজিস লিমিটেড, এসএস সেভেন টেলিকম লিমিটেড, মেসার্স হাইটেক আইটি সলিউশন লিমিটেড, এ প্লাস আইটি প্রাইভেট লিমিটেড, ওভিসি কল সেন্টার, ডিসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, এসপ্রেইন্টি আইটি সেন্টার ও ডট মার্ক।

হস্টেড কল সেন্টার ক্যাটেগরিতে লাইসেন্স পেয়েছে চারটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ইলেকট্রোক্স আইডিয়াস অ্যান্ড টেকনলজিস লিমিটেড, আল তাবাসা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইমাম নেটওয়ার্ক লিমিটেড ও এসআর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

হস্টেড কল সেন্টার সার্ভিস প্রভাইডার ক্যাটেগরিতে লাইসেন্স পেয়েছে সাতটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো উইকমিল অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড, ইলেকট্রোক্স আইডিয়াস অ্যান্ড টেকনলজিস লিমিটেড, লিগ্যাটো সার্ভিসেস লিমিটেড, এস্ত্র ওয়েজ সফট প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স আল টাবাসা ইন্টারন্যাশনাল, ইমাম নেটওয়ার্ক লিমিটেড ও এসআর ইন্টারন্যাশনাল।[যাযাদি রিপোর্ট]

শোক সংবাদ

একুশ রিপোর্ট

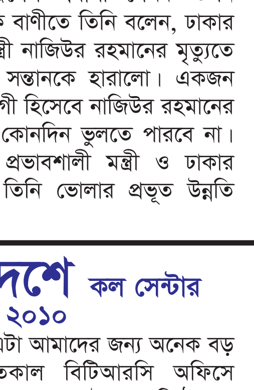

আলহাজ্ব আবুল হোসেন (৯০) বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২ এপ্রিল, ২০০৮ ঢাকার কল্যাণপুর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন)। তিনি স্ত্রীসহ ৬ ছেলে, ২ মেয়ে এবং অসংখ্য নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। তার ৫ ছেলে এবং ১ মেয়ে আমেরিকা প্রবাসী। ফ্রেন্ডস ক্লাবের সদস্য ফ্রেন্ড তৈমুর রেজা তার পিতার আত্মার মাগফেরাত ও দোয়া করার জন্য সকল প্রবাসীদের অনুরোধ করেছেন। গত ৪ এপ্রিল, ২০০৮ বাদ জুম্মা জালীর টেম্পা মসজিদে মরহুমের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে ফ্রেন্ড শফিউল আলম বাবু শোকবার্তা প্রেরণ করেছেন এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখার নির্বাচন

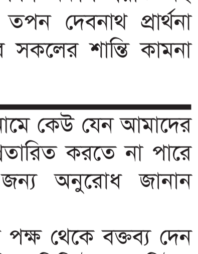

আগামী ৪ মে রোজ রবিবার ২০০৮ দুপুর ১টা থেকে ৬টা শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টার, ৩১৯১ ওয়েস্ট ৪র্থ, লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

ভোটের অধিকার রাখেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখার সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লস এঞ্জেলেস শাখার সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভ্যালী শাখার সদস্যবৃন্দ। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিতে রয়েছেন এ কে এম শামসুল আলম সেলিম, শেখ মিজানুর রহমান মিজান, বিক্রম উদ্দিন, হেলাল আহমেদ ও তাপস নন্দী।

হোপ মার্কেট
৯০৯-৭৯৯-৮৪০০

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন ইসমত জাহান

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কূটনীতিক ইসমত জাহান। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি পদে দায়িত্ব পালনকারী এই কূটনীতিক যাকে পাত্র হিসাবে পছন্দ করেছেন তিনি একজন বিদেশী। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী ইসমত জাহানের প্রেম এবং প্রথম বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সিনিয়রিটির তালিকা লঙ্ঘন করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তার পোস্টিং নিয়েও কূটনৈতিক অঙ্গনে চলছে নানা সমালোচনা। সিনিয়রিটির তালিকার অনেক পেছনে থাকা এই কর্মকর্তার নিয়োগের নেপথ্যে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হেমায়েত উদ্দিনসহ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি কাজ করেছেন বলে জানা গেছে। ইসমত জাহান সাবেক এই পররাষ্ট্র সচিবের শ্যালিকা। শ্যালিকার এই নিয়োগ পাবার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অবিবাহিতা ইসমত জাহান সম্প্রতি নেদারল্যান্ডের এক নাগরিকের প্রেমে পড়েন। এরপর বিয়ের সিদ্ধান্ত। বিয়ের প্রস্তুতি হিসাবে সম্প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনুমতি পাননি।

বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কার্যকর নীতিমালা অনুযায়ী কূটনৈতিক পদে আসীন কোন ব্যক্তি তো নয়ই, এমনকি পররাষ্ট্র ক্যাডারে কর্মরত অন্য কোন পদের কর্মকর্তাও বিদেশীকে বিয়ে করতে পারেন না। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে কোন অনুমতি দেয়াই নিয়ম নেই। তবে অন্যান্য ক্যাডারের ক্ষেত্রে নিয়ম হল, যেকোন কর্মকর্তাই সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ বিদেশী নাগরিককে বিয়ে করতে পারেন। এ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এর আগে মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একজন পাকিস্তানি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে অনুমতি চাইলে তাকে দেয়া হয়নি। বরং বিদেশিনী বিয়ে করার অপরাধে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে তাকে ঢাকায় প্রত্যাহার করে আনা হয় এবং চাকরিচ্যুত করা হয়। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছিলেন।

পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাদের বিদেশিনী বিয়ে করার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপের পেছনে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশী কূটনীতিকরা যদি বিদেশী বিয়ে করেন, সেক্ষেত্রে দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিদেশীদের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্যই পররাষ্ট্র ক্যাডার ও কূটনৈতিক পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বিদেশী বিয়ের ব্যাপারে এই কড়াকড়ি। তবে পররাষ্ট্র ক্যাডারে বিদেশী বিয়ে করে চাকরিতে বহাল থাকার কয়েকটি উদাহরণও আছে। বর্তমানে পররাষ্ট্র ক্যাডারের ডিজি পদে কর্মরত ড. হামিদুর রশিদ বহুবছরআগে একজন আমেরিকান নাগরিককে বিয়ে করেছেন। বিয়ের পর অনুমতি চাইলে সরকার থেকে তাকে অনুমতি দেয়। তার স্ত্রী একটি বিদেশী সংস্থায় কাজ করেন বলে জানা যায়। এ সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতিমালা লংঘন করেই তাকে এই অনুমতি দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তা আনিসুর রহমান একজন মালয়েশিয়ান মহিলাকে। হামিদ রশিদ ও আনিসুর রহ খুব একটা সিনিয়র নন। তবে নীতিমালা লঙ্ঘন করে তাকে এই অনুমতি দেয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের পূর্ববর্তী অ্যাম্বাসেডর শমসের মবিন চৌধুরী বিদেশী পাত্রী ওয়াশিংটন থাকাকালীন পুনরায় বিয়ে করেছিলেন।

[ইত্তেফাক]

এমিরাটস এয়ারলাইন আসছে LAX -এ

একুশ রিপোর্ট

ডোমেস্টিক এয়ারলাইনগুলি যখন জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে সেখানে ৮টি ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার তাদের সরাসরি পদচিহ্ন রেখেছে বা রাখতে যাচ্ছে সহসাই। আমেরিকার দ্বিতীয় ব্যস্ততম ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলো ছাড়ে এই LAX (লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট) থেকে। ডলারের অবমূল্যায়ন এবং জ্বালানী তেলের দামের শাশ্রয়ের কারণে বিদেশী এয়ারলাইনগুলি দ্রুততম নব্যস্থ সেবা প্রদান করার অঙ্গীকার নিয়ে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিকে সরাসরি সেবা করতে এগিয়ে আসছে। ইটালীর আলিটালিয়া, এয়ার ফ্রান্স, ব্রাজিলিয়ান ওশান এয়ার, টাম এয়ারলাইন্স, ভার্জিন আমেরিকা ও এমিরাটস। এমিরাটস LAX থেকে সরাসরি দুবাই ফ্লাইট চালু করছে, সেখান থেকে সরাসরি স্বদেশ। আর ভাড়াও থাকবে রিসনেবল। আপনার প্রিয় ট্রাভেল এজেন্টের কাছে খোঁজ নিন এই নতুন এয়ারলাইন্সের কবে শুরু হবে।

ট্যুরিস্ট ভিসায় বিদেশ ভ্রমণ ঃ ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নাম্বার বা টিন সার্টিফিকেট লাগবে।

একুশ ডেস্ক, ঢাকা, ১৪ এপ্রিল, ২০০৮

সরকার অবৈধভাবে ট্যুরিস্ট ভিসায় শ্রমিক পাচার, দেশে নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান, দেশ থেকে যাতে বিদেশে অবৈধ অর্থ বা মানব সম্পদ পাচার বন্ধ হয় তার জন্য কঠোর নীতিমালা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। চিকিৎসা ব্যতিত শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়িক কাজে বিদেশ গমনকারী ব্যক্তির টিকেট ইস্যুর আগে টিন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি সংগ্রহ, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের অফিসের রেজিস্টারে টিন নম্বর লিপিবদ্ধ, নির্ভরশীল সদস্যদের জন্য বিদেশে অবস্থানকারী অভিভাবকদের পাসপোর্টের ছায়ালিপি প্রদর্শন ও সরকারি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় আশা করছেন এই কঠোর নীতিমালার ফলে ট্যুরিস্ট ভিসার মাধ্যমে আদম পাচার থেকে সাধারণ মানুষ অনেকটাই রেহাই পাবেন এবং বিদেশ গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দেশে ট্যাক্স প্রদানের উৎসাহ বাড়বে।

বেঙ্গলী হেরিটেজ ক্যালিফোর্ণিয়ার নতুন কমিটি

গত ৬ এপ্রিল, ২০০৮ বেঙ্গলী হেরিটেজ ক্যালিফোর্ণিয়ার ২০০৮-২০১০ সালের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে ইলেকশনের মাধ্যমে। নতুন কমিটিকে পুরনো কমিটি ক্ষমতা হস্তান্তর করে মিটিং শেষ করা হয়েছে। কমিটির কর্মকর্তারা হলেন - প্রেসিডেন্ট প্রদীপ মজুমদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রদীপ চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারী তুলসী সাহা, কালচারাল সেক্রেটারী দেবজিৎ রায়, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী নবারুন পাল, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী দিলীপ পাল, পাবলিকেশন সেক্রেটারী গৌতম রায়। সদস্য ড় সুনীল ধর, মনু কুন্ডু, তপন চৌধুরী, সুব্রত মজুমদার, অরবিন্দ মজুমদার, বিদ্যুৎ দে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মেলা
৯০৯-৪৮১-২৫০৫

আনন্দ বাজার
৯০৯-৪২৮-১৬৫৭

সমীর'স গিফট্ ও গ্রোসারী
৮১৮-৯৯৮-২৪৬২

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (MUNA) সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া চ্যাপ্টার

গত ৫ এপ্রিল, ২০০৮, শনিবার বিকাল ৪টায় স্থানীয় শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা), সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া চ্যাপ্টারের উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে দু'টি সেশন ছিলো। প্রথম সেশন ছিলো ইয়ুথদের জন্য। এ সেশন জনাব আনিসুর রহমানের পরিচালনায় ''ভালো ফ্যামিলি মেম্বার হওয়ার গুরুত্ব ও উপায়'' এর উপর আলোচনা করেন ডঃ আবদুল আউয়াল। তিনি বলেন, ইয়ুথ বা আমাদের সন্তানেরা বুঝেনা যে তাদের কি করা উচিত, তই তাদের পিতামাতার কথা মতো চলা উচিত। এক পর্যায়ে তিনি ইয়ুথদের কাছে জানতে চান, সবচেয়ে কল্যাণকামী কারা? সবাই উত্তরে বলে, প্যারেন্টস। তখন তিনি বলেন, পিতামাতাই যেহেতু তোমাদের সবচেয়ে কল্যাণকামী, তাই তাদের যথাযথ অনুগত হয়ে চললে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভসহ আদর্শ মানুষ হতে পারবে।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বের বিষয় ছিলো, ''আদর্শ পরিবার গঠনে রাসুল (সাঃ)-এর ভূমিকা''। চ্যাপ্টার সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আলী আকবরের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী শরীফুল ইসলামের পরিচালনায় সেমিনারের এ পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মানিত কনসাল জেনারেল জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর। সংগঠনের সদস্য আবদুল মান্নানের কোরআন তেলাওয়াতের পর নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আলী আকবর। সেমিনারের মডারেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আনিসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ওয়েস্টার্ণ জোন সভাপতি জনাব মোহাঃ মহিউদ্দীন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডঃ আবদুল আউয়াল, মতামত সম্পাদক কুদ্দুস খান, ইঞ্জিনিয়ার আফতাবউদ্দীন আহমেদ, ফয়সাল আহমেদ তুহিন প্রমুখ। কনসাল জেনারেলের আলোচনার উপস্থিত ছিলেন সহ কনসাল জনাব মুহঃ নূরুল ইসলাম, একুশ সম্পাদক জনাব জাহান হাসান এবং বাংলা পাঠশালার জনাব সৈয়দ হোসেন বাবু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কনসাল জেনারেল আবু জাফর বলেন, আদর্শ পরিবার মানেই আদর্শ সন্তান, আর আদর্শ সন্তান মানেই আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী। তাই আমাদের সবাইকে আদর্শ মানব হবার (মোহাম্মদ (সাঃ)) এর আদর্শের আলোকে আমাদের পরিবার গঠনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। উপসংহারে মডারেটর তার বক্তব্যে বলেন, পরিবার হলো মানব সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠান, এ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে পারলে সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠবে। আর সেজন্য বস-কর্মচারী নয় বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

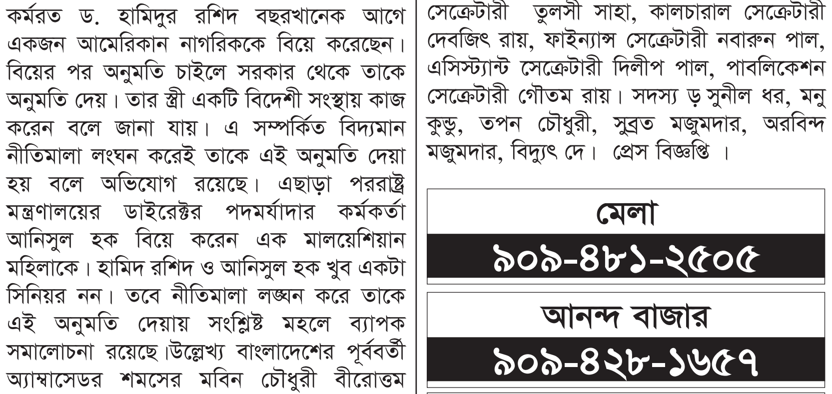

একুশ কর্তৃক ধারনকৃত একুশমাত্রা অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্লিপ নিয়ে ব্যখ্যা ও দুঃখ প্রকাশ:

একুশ কর্তৃক ধারনকৃত একুশমাত্রা অনুষ্ঠানের শেষের ৩ শিফটের ভিডিওর হার্ডড্রাইভ ক্রাশ করাতে আমরা ফ্রাইসের স্মরণাপন্ন হই। ফ্রাইসের সাদেক খানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সিনিয়র রিকভারী স্পেশালিষ্টি দিয়েও সেই ভিডিও ক্লিপ এবং সেই হার্ড-ড্রাইভে রক্ষিত অনেক ডাটা রিকভারী করা সম্ভব হয় নাই। তার জন্য আমরা জালালাবাদের পরে অন্য কোন সংগঠনের ভিডিও টিউবে পোষ্ট করতে পারি নাই। তার জন্য আমরা একুশের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। আপনারা চাইলে আমরা আবার আপনাদের সাথে আপনাদের সংগঠনের আদর্শ-উদ্দেশ্য নিয়ে আবার সবচে সুন্দর করে ভিডিও ক্লিপ করে দিতে পারি। অনিচ্ছাকৃত এই যান্ত্রিক দুর্ঘটনা হতে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনাদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। -একুশ কর্তৃপক্ষ (৮১৮) ৯৪১ ৩৮৭৬

দেশী ফুড গ্রোসারী ও রেষ্টুরেন্ট
২১৩-৩৮৯-৯৬৪৪

জহির হকের দ্বিতীয় এলবাম

লস এঞ্জেলেস প্রবাসী বাংলাদেশী গায়ক জহির হকের দ্বিতীয় এলবাম ''জল টলমল'' শ্রীঘ্রই বাজারে বের হচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আধুনিক বাংলা গানের এই এলবামটিতে যারা গানের কথা ও সুর দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত গীতিকার মোঃ রফিকুজ্জামান এবং গায়ক ও সুরকার সুবীর নন্দী। এ ছাড়াও কিছু গানের কথা ও সুর করেছেন লস এঞ্জেলেসের প্রতিভাবান গীতিকার ও সুরকার এমাদ চিশতি। শিল্পী জহির হক নিজেও কয়েকটি গানের কথা ও সুর দিয়েছেন।

আগামী আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় এলবামটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার তারা মিউজিক জহির হকের প্রথম এলবাম ''সে দিনের সোনা ঝরা সন্ধ্যা'' প্রকাশ করে। এলবামটি কলকাতা, ঢাকা ও আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

জহির হক ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে নজরুল গীতির উপর প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং পরবর্তীতে পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী ও বরকত হোসেনের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন। জহির হক বর্তমানে অরেঞ্জ কাউন্টির আলিসো ভিয়াহো শহরে বসবাস করছেন।

রিভারসাইডে বৈশাখ বরণ

বিশেষ সংবাদদাতা

গত ১৯ এপ্রিল, ২০০৮ সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার রিভারসাইড শহরে প্রকৌশলী হাসমী কাজী ও পাপিয়া হাসমীর আয়োজনে প্রায় ২০টি স্থানীয় পরিবার বৈশাখের দেশীয় চেতনায় বাংলা ১৪১৫ সাল বরণ করে। অনুষ্ঠানে রকমারী খাবার ছাড়াও পিঠার সমাহার ছিলো আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানে পাপিয়া, সীমা, পারভীন ও অন্যান্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলো প্রখ্যাত শিল্পী জহির হকের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি চলে।

লংবীচে আরা আহমেদের ব্যবস্থাপনায় বৈশাখ বরন। ছবি-একুশ

মতামত:

দুঃখিত মমতাজের গান শোনা হলো না

প্রিন্ট মিডিয়া যাকে ফাইট্যা যায় নাম দিয়েছে, সে হলো বাংলার ফোক শিল্পী মমতাজ। এবারের বাংলাদেশ ডে প্যারেডের দ্বিতীয় দিন রবিবার মমতাজকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অধীর আগ্রহে লোকজনের ভীড় জমেছিল শ্যাটোতে। এতোদিন আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলেও বাংলাদেশ ডে প্যারেড দিনগুলোতে শনিবার ও রবিবার আবহাওয়া প্রতিকূলে চলে যায়। সন্ধ্যা ৭টার পরে অধীর আগ্রহে প্যাটোতে গেলাম। পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হলো ভালোই লাগে।

''মনেতে লাগে এতো দোলা'' খুশীতে মনটা নাচতে থাকে। ঘোরাঘুরি করে অধীর আগ্রহে বসে থাকি। ৯টা বাজে, সাড়ে ৯টা বাজে। স্থানীয় শিল্পীর কোরাস, একক নাটিকা যেন শেষই হচ্ছে না। বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির ভলেন্টিয়ার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের সময় কতক্ষণ? বললেন ১০:৩০ মিনিট। এখন বাজে সাড়ে ৯টা এখনও শিল্পীকে স্টেজে আনেন নাই। আর হলো না, প্রতিকূল আবহাওয়া আর ঠান্ডা বাতাসে বাচ্চারা জমে যাচ্ছিলো। এছাড়া পরদিন বাচ্চার স্কুল, নিজের কাজ, সাহেবের কাজ - সুতরাং বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলো। আমার মতো অনেকেই মমতাজের গান শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে। বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীকে যদি একটু আগে স্টেজে আসতে সুযোগ দিতো তাহলেতো আমরা আশাহত হতাম না।

জানতে পারলাম, পরের দিন,সোমবার বৈকাল বেলা লস এঞ্জেলেসের স্বনামধন্য রেস্টুরেন্টে মমতাজসহ বাফলার কর্মকর্তাদের সাথে নৈশভোজের আয়োজন ছিলো। সেই নৈশভোজে মমতাজ গান পরিবেশন করেছিলো কিনা সে অসাধ্য সাধন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মমতাজকে বাংলাদেশ থেকে কি জন্য আনা হয়েছিলো? শ্যাটোতে শুধু ৪টি গান গাওয়ার জন্য নাকি ব্যক্তিগত প্রোগ্রাম করার জন্য? চমৎকার আমাদের মন মানসিকতা, প্রশংসা না করার কি কোন উপায় আছে? দুঃখিত বাফলা কর্তৃপক্ষের কাছে, গান না শোনে চলে আসতে হলো।

দিলরুবা খানম
লস এঞ্জেলেস।

লোটাস ফেস্টিভ্যাল ২০০৮

শেষ পাতার পর:

৩১তম বার্ষিকী। এই উপলক্ষে এ বছরও ব্যাপক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার ১১ জুলাই সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে জ্যাজ কনসার্ট। শনিবার ১২ জুলাই দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে বিরতিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ বছর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রায় ৩০টি দেশ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে। শনিবার রাত ৯টায় হয়েছে এক মনোজ্ঞ ''ফায়ার ওয়ার্কস''। শনিবার দুপুরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় থাকবে স্থানীয় চ্যানেল পাচের কে-টি-এল-এ টেলিভিশন স্টেশন।

এ বছর ইকো পার্কের ভেতরে দ্বীপে বসবে ফুলের প্যাভিলিয়ন। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মেলা, আর্ট শো, আন্তর্জাতিক বুটিক, চিলড্রেন প্যাভিলিয়ন, ড্রাগন বোট রেইস এবং ফুড কোর্টে বসবে ৪০টিরও বেশী খাবার স্টল।

রবিবার ১২ জুলাই অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮:৩০ পর্যন্ত। সারাদিনব্যাপি চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ বছরের স্বাগতিক সংস্কৃতি ও দেশ হচ্ছে জাপান। এর আগে যেসব দেশগুলো ছিলো ফিলিপিনস, ভারত, চীন, সামন, হাওয়াই, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, বাংলাদেশ ও লাওস। উল্লেখযোগ্য যে ২০০৩ সালের স্বাগতিক দেশ ছিলো বাংলাদেশ।

লস এঞ্জেলেসের স্থানীয় বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ বছরও লোটাস অনুষ্ঠানে অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরি মধ্যে রিদম, উত্তরণ, বাংলাদেশ একাডেমি ও বাংলা পাঠশালার অনুষ্ঠানের জন্য সময় সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অনুষ্ঠানগুলোর সময় রবিবার ১২ জুলাই বিকাল ৫টায় ধার্য্য করা হয়েছে। বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সুন্দর মানসম্মত অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে বলে আমরা সকলে আশা করছি।

এ বছর প্রথমবারের মতো লোটাস ফেস্টিভ্যালের ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে জুনের ২০ তারিখে স্থানীয় চায়না টাউনের বিখ্যাত ইমপেরিয়াল প্যাভিলিয়ন রেস্টুরেন্টে। প্রায় ৪০০ অতিথি এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে। লস এঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের প্রায় সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি, ক্যালিফোর্ণিয়া কন্ট্রোলার জন চিয়াং, সম্মানিত জুডি চু, সুপারভাইজার গ্লোরিয়া মলিনা, কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এরিক গারসেটি সহ অনেকেই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিবেন।

লোটাস ফেস্টিভ্যালে সকল বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণের আহ্বান করা হয়েছে। লোটাস ফান্ড রেইজিংয়ে যারা যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে মোহাম্মদ আহসানের সাথে ২১৩-২৪৮-৭৮৮৬ নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

www.laparks.org/grifmet/lotus.htm

[প্রেস রিলিজ]

চালের মূল্যবৃদ্ধি

শেষ পাতার পর: উদ্বেগ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি জোলিকের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট আরো উল্লেখ করেছে যে, খাদ্য সংকটের কারণে সারাবিশ্বে অন্ততঃ ৩৩টি রাষ্ট্রে সামাজিক অস্থিতিশীলতার আশংকা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং সামনের কয়েক মাসের মধ্যেই আরো ১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্য হিসেবে পরিগণিত হবে। এহেন পরিস্থিতি আমেরিকার নিরাপত্তাকেও বিপন্ন করে তুলতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে মার্কিন সিনেট। সিনেট থেকে বুশ প্রশাসনের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে বাংলাদেশ, হাইতি, মিশর, ইন্দোনেশিয়াসহ আফ্রিকা এবং এশিয়ার গরিব দেশে দ্রুত খাদ্য-সামগ্রির জন্যে আরো ৩৫০ মিলিয়ন থেকে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করতে। উল্লেখ্য যে, জরুরী খাদ্য সাহায্য হিসেবে ইতিমধ্যেই ২০০ মিলিয়ন ডলারের গম হুকরাষ্ট্র প্রদান করেছে। এগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠানোর কাজও শেষ হয়েছে বলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট সূত্রে ২৬ এপ্রিল বার্তা সংস্থা এপি জানতে পেরেছে।

সিনেটে ডেমক্রেটিক পার্টির সদস্যগণের আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইস বলেছেন, খাদ্যের মূল্য আকাশচুম্বি হওয়ার জন্যে যে সব দেশ মারাতক সংকটে পড়েছে তাদের জন্যে আরো বেশী অর্থ বরাদ্দের একটি প্রস্তাব সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া সংকটে পতিত দেশগুলোতে অতিরিক্ত খাদ্য সংরক্ষণের গুদামও তৈরী করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। এরকম জরুরী সময়ে বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের গ্যারান্টি থাকলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে বলেও উল্লেখ করেন মিস রাইস। আসছে জুলাই মাসে উন্নত রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত জি-এইট সম্মেলনেও খাদ্য পরিস্থিতিকেও প্রাধান্য দেয়া হবে বলে কন্ডোলিজা রাইস উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খাদ্যসংকট পরিস্থিতি শিকার হয়ে ইতিমধ্যেই হাইতির প্রধানমন্ত্রী জ্যাকুস এডোয়ার্ড আলেক্সিজকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মত গরিব দেশগুলোতে মানুষের খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা বলেছেন, খাদ্য সংকটজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এহেন অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথাও ভাবতে সংশ্লিষ্টরা।

গরিব দেশের খাদ্য সংকটের ধাক্কা আমেরিকাতেও লেগেছে। গত এক বছরে চাল, আটাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য করকগুণ বেড়ে গেছে। গত ২/৩ সপ্তাহে প্রতি বস্তা চালের মূল্য বেড়েছে দ্বিগুণ। বড় বড় স্টোরগুলোতে গত সপ্তাহে চালের বস্তা বিক্রির উপর নিয়ন্ত্রণারোপ রা হয়েছে অর্থাৎ একজন এক বস্তার বেশী ক্রয় করতে পারছেন না। কেন এভাবে মানুষের ক্রয়ের প্রবণতা বেড়েছে এবং কেনইবা স্টোরগুলো বিক্রির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তা নিয়ে সিনেটে একটি শুনানীর নোটিশ দিয়েছেন নিউইয়র্কের সিনেটর চাক শুমার। বিভিন্ন মিডিয়ায় এবং ভয়েস অব আমেরিকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরগুলো এহেন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে বলে জানা গেছে। পাকিস্তানেও শীঘ্রই চাল রফতানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।